Transition Debate :—

সামন্ততন্ত্রের সংকটের ইতিহাস বলার পর আসে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের প্রশ্ন। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের সময়টি হল "Transition Period" বা যুগসন্ধিক্ষণ। ১৩৫০ সাল থেকে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত সময়টিকে যুগসন্ধিক্ষণ হিসাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে ১৩৪৭ সালে প্লেগের দাপটে ইউরোপে বহু মানুষের মৃত্যু, কৃষিউৎপাদনের গতি প্রায় শূন্য হয়ে যাওয়া এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রথম যুগসন্ধিক্ষণের সূচনা করে। যদিও সামন্ততন্ত্র তার পরেও ছিল। প্রায় তিনশ বছর ধরে ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্রের সঙ্কট আরো বেড়ে ওঠে এবং সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। পণ্ডিতদের

মধ্যে কিন্তু সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের পর্যায় নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদ নিয়ে এযাবৎ বহু আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান বিতর্ককে তুলে ধরা যায় যার প্রথমটি হল মরিসডবের সঙ্গে পল সুইজির বিতর্ক (Dobb-Sweezy debate)। এই বিতর্ক খুব পুরনো নয় ১৯৪৬ সালে ডব Studies in the Development of Capitalism গ্রন্থে যা বলেছিলেন তা থেকেই বিতর্ক জোরদার হয়ে ওঠে। ডব্ বলেছিলেন সামন্ততন্ত্র কোনো বাইরের আঘাতে ভাঙেনি। বাইরের আঘাতের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এর ভেতরকার স্ববিরোধিতা। ডবের মতে পুঁজিবাদ এসেছিল সামন্ত ব্যবস্থার গর্ভ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত অবস্থায়। পরে পুঁজিবাদ ধীরে ধীরে তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। ডব্ কিন্তু সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের পথে যে Transition Period এর গতিপথ যেখানে অর্থনীতিই একমাত্র কারণ ছিল এমন বলেন নি। ডবের মতে বাজারী অর্থনীতি বা মুদ্রাব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব প্রভৃতিও সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের জন্য দায়ী ছিল।

সুইজি কিন্তু সামন্ততন্ত্রের আভ্যন্তরীণ কারণের ফলে তার অবক্ষয় আসে একথা একেবারে অস্বীকার করেছেন। বরং Pirenneকে সমর্থন করে তিনি লিখেছেন যে বাইরের ধাক্কায় সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটেছিল। বিনিময় ব্যবস্থার পতন এর একটি কারণ। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে যে স্বাভাবিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল তা ধ্বংস হয়ে যাওয়াও সামন্ততন্ত্র ভাঙবার একটি কারণ। ইউরোপের সঙ্গে প্রাচ্যের বাণিজ্যিক সংঘাতকেও তিনি কারণ হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। এই বিতর্কে অনেকেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। যেমন কোহাচিরো তাকাহাসি বলেছেন যে নগদ অর্থে কর দেওয়া শুরু হলে এবং ভূমিদাসত্বের অবসান ঘটলেই সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয় না। তাছাড়া তাকাহাসি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ডব কেন ওই রূপান্তরের পর্বকে সামন্ততান্ত্রিক নয়, ধনতান্ত্রিকও নয় বলে অভিহিত করেছেন। ডব এর উত্তরে বলেছিলেন সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মাঝের দুশো বছরকে তিনি সামন্ততান্ত্রিক নয় ধনতান্ত্রিকও নয় বলে চিহ্নিত করেন নি। ওই পর্বকে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক

শর্তেই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে যেহেতু তখন উন্নত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি কাজেই তখন পুঁজিবাদী শ্রেণী ছিল না এমন ধরে নেওয়া যায়। ডবের মত অনুসারে তখনও শাসক শ্রেণী ছিল সামন্ততান্ত্রিক তাই রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও তার প্রভাব ছিল। আবার এসময় অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যের ভূমিকা কাজেই সামন্ত শাসকেরা উদ্ভীয়মান বাণিজ্যিক বুর্জোয়ার কিছু অংশকে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের ভাগীদার করে নিয়েছিল। আসলে ডব (Dobb) বলতে চেয়েছিলেন যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগেই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাঙন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তিনি বলতে চেয়েছিলেন বিকাশশীল ধনতন্ত্রের আঘাতে (যা নগদ অর্থের অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক পুঁজির উত্থানে ভূমিকা নিয়েছিল) সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। আসলে সামন্ত ব্যবস্থা ধ্বংসের মৌল কারণ হল ক্ষুদ্রতর উৎপাদন ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যার প্রতিক্রিয়া পৌঁছেছিল অনেক দূর পর্যন্ত। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভালভাবে গড়ে ওঠবার আগেই ক্ষুদ্রতর উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে যেতে বসেছিল ফলে ভূমিদাসত্বের একেবারে অবসান এবং ধনতন্ত্রের গড়ে ওঠার মাঝে একটা সময়ের ফাঁক ছিল। এই সময়ের ফাঁক বা অন্তবর্তী সময়কেই রূপান্তর বা যুগসন্ধিক্ষণ বা Transition নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ডব-সুইজি বিতর্ক বহুদিন ধরে চলে। আগেই বলা হয়েছে যে এতে অনেকে অংশ নেয়। হিলটন তাঁর বই The Transition from Feudalism to Capitalism এ এর বিস্তৃত ব্যাখা দিয়েছেন। সুইজির মৌল যে বক্তব্য ছিল অর্থাৎ (১) Transition Period এ প্রধানতম উপাদানগুলি ধনতান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক কোনটিই ছিল না। (২) সামগ্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনই সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল। (৩) প্রাক্ ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদক ব্যবস্থা ছিল তারপরে ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা আসে যা পুঁজিবাদের পথ প্রশস্ত করে। সুইজির এইসব বক্তব্যকে ঘিরে আজও আলোচনা বহমান। মূলতঃ তাকাহাসি, হিল্টন, জব ও পেরী এ্যান্ডারসনের আলোচনা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।